কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 31 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ .....

ড. জাফর ইকবাল বললেন

আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত কিন্তু না...

'জয় বাংলা স্লোগানের এত বড় অপমান আমি জীবনে দেখিনি'

সিলেট অফিস ▷

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার ঘটনায় ক্ষোভ ও লজ্জায় হতবাক হয়ে গেছেন খ্যাতিমান লেখক ও শিক্ষক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। গতকাল রবিবার সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'যে ছাত্ররা শিক্ষকদের ওপর হামলা চালিয়েছে তারা আমার ছাত্র হয়ে থাকলে আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরে যাওয়া উচিত।' তিনি আরো বলেন, 'ছাত্রলীগের ছেলেরা জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে হামলা করেছে। যে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, সেই স্লোগানের এত বড় অপমান আমি আমার জীবনে দেখিনি।'

গতকাল সকালে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর হামলা চালায় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। এ সময় ড. জাফর ইকবালের স্ত্রী ড. ইয়াসমিন হকসহ অন্তত ১০ জন শিক্ষক লাঞ্ছিত ও আহত হন। এ ঘটনায় মর্মাহত ড. জাফর ইকবালকে গতকাল দীর্ঘক্ষণ উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অঝোর বৃষ্টিতে ভিজে নিজের ক্ষোভ ও লজ্জা প্রশমনের চেষ্টা করতে দেখা গেছে।

শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার সময় ঘটনাস্থল থেকে একটু দূরে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলচত্বরে একা বসে ছিলেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি বলব যে আজকে আমার জীবনে একটা অভিজ্ঞতা হলো। আজকে আমি যে ঘটনা নিজের চোখে দেখেছি, এ ধরনের ঘটনা আমি জীবনে নিজের চোখে দেখব—আমি সেটা কখনো বিশ্বাস করি নাই। এখানে ছাত্ররা যেভাবে আমাদের শিক্ষকদের ওপর হামলা করেছে, তারা যদি আমার ছাত্র হয়ে থাকে, তাহলে আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত—তুমি এ রকম ছাত্র তৈরি করেছ? কিন্তু আমি এখন গলায় দড়ি দিয়ে মরছি না। আমি তীব্র একটা যন্ত্রণায় ভুগছি। এটা কেমন করে সম্ভব, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

আমার গলায় দড়ি দিয়ে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমার শিক্ষকের সাথে এ রকম ব্যবহার করতে পারে এবং সেটা আমাকে এখানে বসে থেকে দেখতে হয়েছে। এবং পুরো ব্যাপারটা ঘটেছে কী জন্য? ভাইস চ্যান্সেলর তাদেরকে লাগিয়ে দিয়েছেন এই শিক্ষকদের এখান থেকে সরানোর জন্য। যদি মনে করেন যে এভাবেই একটা আন্দোলনকে থামানো সম্ভব তাহলে তিনি খুব ভুল করছেন; এটা সম্ভব না। কারণ এখানে যে শিক্ষকরা আন্দোলন করছেন তাঁরা কোনো পদের জন্য আন্দোলন করছেন না; তাঁরা কোনো পজিশনের জন্য আন্দোলন করছেন না। তাঁরা আন্দোলন করছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে বাঁচানোর জন্য। কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁরা তৈরি করেছেন। এই ভাইস চ্যান্সেলর তৈরি করেন নাই। কাজেই আমি আজকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এই ভেবে যে এখানে ছাত্ররা এভাবে শিক্ষকদের উপর হামলা করে এবং যেখানে একজন ভাইস চ্যান্সেলর তার প্ররোচনা দেয়, সেটা সহ্য করা সম্ভব না। আমার খুব কষ্ট লেগেছে যখন হামলাকারী ছেলেরা জয় বাংলা স্লোগান দিয়েছে—ছাত্রলীগের ছেলেরা। এই জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। এই স্লোগানের এত বড় অপমান আমি আমার জীবনে কখনো দেখি নাই।'

ড. জাফর ইকবাল আরো বলেন, শিক্ষকদের আন্দোলনে তিনি সরাসরি অংশ না নিলেও আন্দোলনকারীদের প্রতি তাঁর শতভাগ সমর্থন রয়েছে। তিনি বলেন, 'এ উপাচার্য যোগদানের দুই মাস পর আমি তাঁর সঙ্গে কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছি। কারণ আমি দেখেছি, উনি মিথ্যা কথা বলেন। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে, তার সঙ্গে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব না।'

এদিকে শিক্ষকদের ওপর হামলার কিছুক্ষণ পরই অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামে। তখন অনেকটা অভিমানেই যেন জনপ্রিয় এই শিক্ষক উপাচার্যের বাসভবনের সামনে সিঁড়িতে বসে বৃষ্টিতে ভিজতে থাকেন। অন্য শিক্ষকদের মাথায় ছাতা থাকলেও জাফর ইকবাল ছাতা ছাড়াই সেখানে অবস্থান করেন।